রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)
ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫

রিহ্যাব/নির্বাচন বোর্ড/২০২৪-২০২৬/০২ তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর ২০২৪-২০২৬ মেয়াদী দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও আচরণবিধি (সংশোধিত)

১। **ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি:**

I. সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ফার্মের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি

II. প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট/রিটার্ণ জমা রশিদের ফটোকপি

III. লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রতিনিধি (কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হতে হবে) মনোনয়নের রেজুলেশনের মূলকপি; অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারদের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধির মনোনয়নপত্র, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকই প্রতিনিধি হবেন।

IV. লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান/এমডি এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারী কর্তৃক প্রতিনিধির সাম্প্রতিক স্বাক্ষর-এর সত্যায়িত কপি

V. সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

VI. সংঘবিধি অনুযায়ী সদস্য নবায়ন সনদ/হালনাগাদ তথ্যাদি (বকেয়া চাঁদা/ফি পরিশোধের মানি রিসিট)।

উল্লিখিত কাগজপত্রাদি নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে জমা দিতে হবে।

২। প্রাথমিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা ভোটার তালিকা হতে নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাতে হবে। দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৩। প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করবেন।

৪।(ক) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী কিংবা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন ভোটার নিজে প্রার্থী হলে, সর্বোচ্চ ১৪ (চৌদ্দ) জন প্রার্থীর এবং নিজে প্রার্থী না হলে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) জন প্রার্থীর প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী হতে পারবেন।

৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর নির্বাচন তফসিল/নির্বাচন আচরণ বিধিতে বর্ণিত ফি প্রদানপূর্বক মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করলে উক্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৭। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকলে ফলাফল প্রকাশের পর তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন। প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না।

৯। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি ভোট প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

১০। **মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য):** রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন্ অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর অনুকূলে উল্লিখিত টাকার নগদ/পে-অর্ডার সমিতির কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। প্রতি প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র ক্রয়ের সময় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বাবদ ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	মনোনয়নপত্রের ফি (টাকা)
১.	প্রেসিডেন্ট	১, ৫০,০০০/-
২.	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	৭৫,০০০/-
৩.	ভাইস প্রেসিডেন্ট-১	৫০,০০০/-
৪.	ভাইস প্রেসিডেন্ট-২	৫০,০০০/-
৫.	ভাইস প্রেসিডেন্ট-৩	৫০,০০০/-
৬.	ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফিন্যান্স)	৫০,০০০/-
৭.	ভাইস প্রেসিডেন্ট	৫০,০০০/-
৮.	ডিরেক্টর	২৫,০০০/-

১১। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা/পরিচালক পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় ফি পরিশোধের রশিদের মূল কপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১২। সমিতির সংঘবিধি মোতাবেক যে সকল সদস্য নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ৬০দিন পূর্বে এসোসিয়েশনের বকেয়া চাঁদা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন সে সকল সদস্য ভোটার তালিকাভূক্ত হতে পারবেন না এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

১৩। নির্বাচন তারিখের ১২০ দিনের পূর্বে সদস্য হয়েছেন এমন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন।

১৪। একই ব্যক্তি একাধিক কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না (কোনভাবেই একই ব্যক্তি একাধিক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবেন না।)

১৫। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে।

১৬। রিহ্যাব পরিচালনা পর্ষদ (২০২৪-২০২৬) নির্বাচনে ২৬ (ছাব্বিশ) জন পরিচালক "ঢাকা" এবং ৩ (তিন) জন পরিচালক "চট্টগ্রাম রিজিয়ন" সর্বমোট ২৯ (উনত্রিশ) জন নির্বাচিত পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রত্যেক ভোটারকে "ঢাকা"- ২৬ (ছাব্বিশ) জন এবং "চট্টগ্রাম রিজিয়ন"- ৩ (তিন) জন কে পরিচালক পদে ভোট প্রদান করবেন। চট্টগ্রাম রিজিয়ন হতে ৩ (তিন) টি পরিচালক পদের নির্বাচনে সকল ভোটারই ভোট প্রদান করবেন। তবে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম রিজিয়ন এর ভোটারগণই এই ৩ (তিন) টি পরিচালক পদে প্রার্থী হতে পারবেন।

রিহ্যাব পরিচালনা পর্ষদ (২০২৪-২০২৬) এর ২৯ (উনত্রিশ) জন নির্বাচিত পরিচালক এর ভোটে তাদেরই মধ্য থেকে ০৭ (সাত) জন অফিস বেয়ারার নির্বাচিত হবেন। তবে শুধুমাত্র "চট্টগ্রাম রিজিয়ন" হতে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন পরিচালকই রিহ্যাব পরিচালনা পর্ষদ (২০২৪-২০২৬)-এ "ভাইস প্রেসিডেন্ট" পদে প্রার্থী হতে পারবেন। তাদের মধ্য থেকেই রিহ্যাব পরিচালনা পর্ষদ (২০২৪-২০২৬) এর নির্বাচিত ২৯ (উনত্রিশ) জন পরিচালক এর ভোটে "ভাইস প্রেসিডেন্ট" নির্বাচিত হবেন।

পরিচালক নির্বাচনে "ঢাকা"য় ২৬ (ছাব্বিশ) টির কম বা বেশী প্রার্থীকে ভোট দেয়া হলে ব্যালটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। একইভাবে "চট্টগ্রাম রিজিয়ন"-এ ৩ (তিন) টির কম বা বেশী প্রার্থীকে ভোট দেয়া হলে ব্যালটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভোট গ্রহণের স্থান পরবর্তীতে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হবে।

১৭। চট্টগ্রাম রিজিওন- এ প্রতি ১৫ (পনের) জন সদস্যে ১ (এক) জন হিসেবে বর্তমানে মোট ৫ (পাঁচ) জন রিজিওন্যাল সদস্য নির্বাচিত হবেন বিধায় চট্টগ্রাম রিজিওন্যাল কমিটি গঠন কল্পে একই সময়ে ও স্থানে রিজিওন্যাল সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম রিজিয়ন এর ভোটারগণের ভোটে এই ৫ (পাঁচ) জন রিজিওন্যাল সদস্য নির্বাচিত হবেন। চট্টগ্রাম রিজিওন্যাল সদস্য নির্বাচনে ৫ (পাঁচ) টির কম বা বেশি প্রার্থীকে ভোট দেয়া হলে ব্যালটটি বাতিল হবে।

প্রতি প্রার্থীকে রিজিওন্যাল সদস্য পদের মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে। যাহা মনোনয়ন পত্র বাতিল বা প্রত্যাহারকালীন ফেরৎযোগ্য নহে। মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার সময় মনোনয়ন ফি প্রদানের মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রতি প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় ভোটার তালিকা বাবদ ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।

১৮। **পরিচালক পদ নির্বাচনের ভোট কাউন্টিং মেশিনের মাধ্যমে গণনা করা হবে।**

<u>রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) ২০২৪-২০২৬ মেয়াদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ বিধি:</u>

০১। নির্বাচন উপলক্ষে বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, দেয়াল লিখন (চিকা) অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না।

০২। মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

০৩। ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো সর্বোচ্চ A4 Size এর প্রচারপত্র/লিফলেট বিলি করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।

০৪। কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেস্তোরা বা কমিউনিটি সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং উহাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

০৫। নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গ্রুপভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভার আয়োজন করা যাবে।

০৬। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৭। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৮। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

০৯। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবে।

১০। এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপীল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপিল দায়ের করতে পারবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন আপিল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত

করা হবে। নোটিশ বোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ব্যতীত অন্য কারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

১২। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাহিরে ব্যালট পত্র নেয়া যাবে না।

১৩। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধিমোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হতে বহিষ্কার করতে পারবে।

১৪। নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান /আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিমোতাবেক প্রবেশ করতে পারবেন।

১৫। কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না।

১৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি করতে পারবেন।

১৭। নির্বাচন বোর্ড এইরূপ দাখিলকৃত আপত্তি ও অভিযোগের সুরাহা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে নির্বাচন বোর্ড/নির্বাচন আপীল বোর্ড কর্তৃক প্রার্থীতা বাতিল করা যাবে।

১৮। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচনী কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিধান অনুসরণপূর্বক তার প্রার্থিতা বাতিল করা যাবে।

১৯। নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে বাণিজ্য সংগঠনের সিল ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরসম্বলিত হতে হবে, অন্যথায় এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের ছবি, ভোটারের নাম, তার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং TIN নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতিপত্রের মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে। উক্ত পরিচিতিপত্র না থাকলে অথবা স্বাক্ষরে গরমিল হলে ভোট প্রদান করা যাবে না।

২১। পরিচিতিপত্র অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে সন্দেহাতীত ভাবে পুরণ করে ব্যালট প্রথম অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নামের বিপরীতে ব্যালট পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করে মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ রেকর্ড করবেন। একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা যাবে না।

২২। শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করতে পারবে।

২৩। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সীল করবে এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবে।

২৪। একটি ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সংগে কোন গ্রুপের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ কিংবা আরও ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অনুপযোগী প্রতীয়মান হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাক্সটি সিল করে নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করে উহার স্থলে অপর একটি শূন্য ও সীলকৃত ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ করবেন।

২৫। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হলে ব্যালট বাক্স সীল করে নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

২৬। নির্বাচন তফসীল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

২৭। ভোট প্রদান বিধিমত সমাপ্তির পর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন।

২৮। নির্বাচন বোর্ড ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পত্র বের করে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে ভোট গণনা শুরু করবে।

২৯। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল না থাকলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩০। নির্ধারিত সংখ্যক পদের অতিরিক্ত অথবা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩১। কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ব্যালট পত্রের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে পূরণকৃত ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ হতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করে লিপিবদ্ধ করবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩৩। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করবে। অতঃপর নথিপত্রসমূহ পৃথকভাবে সিল স্বাক্ষরসহ বান্ডিল করে নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ডের যৌথ তত্ত্বাবধানে বিশেষ হেফাজতে সংরক্ষণ করবে।

যথাঃ-

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পত্র (ক্রমিক নং ও সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে) ।

(খ) বৈধ ব্যালট পত্র (সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে)

(গ) বাতিল ঘোষিত ব্যালট পত্র (সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে) ।

(ঘ) ব্যালট বইয়ের সাথে সংযুক্ত সরবরাহকৃত ব্যালট পত্রের প্রথম অংশ (ক্রমিক নং ও সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে)।

(ঙ) গণনাকারী ও নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভোট গণনাপত্রসমূহ।

(চ) সংরক্ষিত উপর্যুক্ত নথি পত্রসমূহ কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অথবা প্রার্থীবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্বাচন আপীল বোর্ড, এফবিসিসিআই ট্রাইব্যুনাল, সরকার অথবা মাননীয় আদালতের নির্দেশ মোতাবেক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা যাবে।

৩৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আচরণ বিধির পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনের এখতিয়ার নির্বাচন বোর্ড সংরক্ষণ করে।

মোহাম্মদ মশিউর রহমান উপসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সদস্য নির্বাচন বোর্ড রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	নুসরাত আইরিন উপসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সদস্য নির্বাচন বোর্ড রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	ছাদেক আহমদ উপসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান নির্বাচন বোর্ড রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

বিতরণ:

১. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২. প্রশাসক, রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫

৩. চেয়ারম্যান, নির্বাচনী আপিল বোর্ড, রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫

৪. সদস্য (ডাক যোগে), রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫

৫. অফিস সচিব, রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫

৬. নোটিশ বোর্ড, রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫